দামুড়হুদা কাদিপুরে কিতাব আলী হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটন

দামুড়হুদা উপজেলার কাদিপুরে মাদক ব্যবসায়ী কিতাব আলীকে (৪৮) কুপিয়ে ও গলাকেটে হত্যা মামলার ৩জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত তিনজনই হত্যা ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

গত বৃহস্পতিবার (২০) এপ্রিল রাতে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর দুই আসামি বিজ্ঞ আদলতে ফেীজদারি কার্যবিধি আইনের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়। গতকাল শুক্রবার (২১ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গ্রামের স্কুলপাড়ার শাহাবুদ্দিন শাবুর ছেলে জাহাঙ্গীর (৩৮), একই পাড়ার রমজান আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম (৪৪) ও লোকনাথপুর মাঝেরপাড়ার মিলন হোসেনের ছেলে হাফিজুর (২০)।

পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন বলেন, ‘হত্যা মামলার মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার ও হত্যা রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে। ডিবি ও থানা পুলিশের একাধিক টিম হত্যা রহস্য উদঘাটনে কাজ করেছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা স্বীকার করেছে কিতাব আলী তাদের পরিচিত ছিলো। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে কিতাব আলী ও আসামিরা ঘটনাস্থলে বসে গাঁজা সেবন করে। এসময় টাকা পয়সার লেনদেন নিয়ে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে কিতাব আলীর সঙ্গে থাকা একটি হাসুয়া কেড়ে নিয়ে আসামি সাইফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর ও হাফিজুর তাকে কুপিয়ে জখম করে। পরে গলা কেটে হত্যা নিশ্চিত করে পালিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের মধ্যে জাহাঙ্গীর ও হাফিজুর বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত তিন জনকেই আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার (১৯ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গ্রামের মাঠ থেকে

কিতাব আলীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা মডেল থানায় ৩০২/৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়। যার নম্বর ১০

গাংনীতে মাদক মামলার আসামী গ্রেফতার

গাংনীর ভাটপাড়া আবাসন এলাকার ইমাদুল হক(৩৫) নামের এক মাদক মামলার আসামীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। ইমাদুল হক ভাটপাড়া গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে। গতকাল বুধবার সন্ধায় নওপাড়া বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়,কিছুদিন আগে একটি মোটরসাইকেলে দুজন মাদক পাচারকারী মাদক নিয়ে গাংনীর দিকে যাচ্ছিল এমন গোপন সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম মোটরসাইকেল টিকে ধরার জন্য ধাওয়া করে। এসময় ভাটপাড়া ইকোপার্ক এর সন্নিকটে মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায় দুইজন মাদক পাচারকারী। পরে মোটরসাইকেল তল্লাশী করে একটি ব্যাগ ভর্তি তিন কেজি গাজা উদ্ধার করে পুলিশ।

পরে মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যাচাই করে মাদক পাচারকারী সনাত্ব করা হয়। এবং গাংনী থানায় একটি মাদক মামলা রুজু করা হলে পুলিশ ইমাদুল হককে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান,ইমাদুল হক তিন কেজি গাজা ও মাদক পাচার কাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। মোটরসাইকেলের কাগজপত্র যাচাই করে ইমাদুলকে সনাত্ব করা হয়। তার নামে এর আগেও মাদকের মামলা রয়েছে। তাকে মাদক মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় নকল কসমেটিকস তৈরির অপরাধে দেড়লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় নকল কসমেটিকস তৈরির অপরাধে ইলিয়াস শাহ নামে এক ব্যবসায়ীকে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি লক্ষাধিক টাকার ভেজাল কসমেটিকস ধ্বংস করা হয়।

গতকাল বুধবার দুপুরে র্যাব-১২ এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয় হতে যৌথভাবে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

যৌথভাবে এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল এবং র্যাব-১২ এর কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের আড়ুয়াপাড়া আব্দুল জব্বার সড়কে মেসার্স চাঁদের পরী প্রোডাক্টসে গিয়ে দেখা যায় সেখানে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ভেজাল ও অনুমোদনহীন উৎপাদন ও বিক্রয় করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিএসটিআই কর্তৃক নিষিদ্ধ পাকিস্তানের গৌরি স্কিন ক্রিমের নকল করা হচ্ছে। মেসার্স চাঁদের পরী প্রোডাক্টসের সত্ত্বাধিকারী জনাব ইলিয়াস শাহ কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৫০ ধারা মোতাবেক ১লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। পাশাপাশি লক্ষাধিক টাকার ভেজাল কসমেটিকস ধ্বংস করা হয়। জনস্বার্থে এ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানের সার্বিক সহযোগিতা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সুলতানা রেবেকা নাসরীন।

গাংনীতে ইয়াবা ও হেরোইনসহ মাদক পাচারকারী আটক

মেহেরপুরের গাংনীর ছাতিয়ান থেকে ইয়াবা ও হেরোইনসহ নুরুজ্জামান কনক (৩৫) নামের এক মাদক পাচারকারী কে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

এসময় তার কাছ থেকে ১৯৫ পিস ইয়াবা ও ১০ গ্রাম হিরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক পাচারকারী রোকনুজ্জামান কনক বামুন্দীগ্রামের গোলাম কাওসারের ছেলে।

আজ বুধবার সকালে ছাতিয়ান এলাকা থেকে তাকে আটক করে।

বামুন্দি ক্যাম্পের (ইনচার্জ) এসআাই ইসরাফিল হোসেন জানান, একজন মাদক পাচারকারী মাদক নিয়ে যাচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোকনুজ্জামানকে আটক করা হয়। এসময় তার শরীর তল্লাশী করে ১৯৫ পিচ ইয়াবা ও ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্বার করা হয়। তাকে আটক করে গাংনী থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, রোকনুজ্জামান নামের একজনকে ইয়াবা ও হেরোইনসহ আটক করা হয়েছে। মাদক মামলায় তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে মাটি ব্যবসায়ী সাইফুলকে এক লাখ টাকা জরিমানা

আইন অমান্য করে মাটি কাটার অভিযোগে কোটচাঁদপুরের মাটি ব্যবসায়ি সাইদুল ইসলামকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। আজ বুধবার সকালে এ জরিমানা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরের পারলাট গ্রামের সাইদুল ইসলাম। সে উপজেলার ঝামাঘাটা এলাকায় আইন অমান্য করে পুকুর থেকে

ভেকু দিয়ে মাটি কাটছিল।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে ও সহকারী কমিশনার (ভুমি) নিরুপমা রায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় মাটি ব্যবসায়ি সাইদুল ইসলাম কে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন। সে কোটচাঁদপুরের পারলাট গ্রামের বাসিন্দা।

বিষয়টি নিয়ে উছেন মে বলেন, অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে জরিমানা করেছেন সহকারী কমিশনার(ভুমি)। ওনি বিস্তারিত বলতে পারবেন।

সহকারী কমিশনার(ভুমি) নিরুপমা রায় বলেন, উপজেলার ঝামাঘাটা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ওই কাজের কনডেক্টরকে বালুমহল মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ২০১০ সালের ৪ ধারা মোতাবেক ১৫ এর ১ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করে, এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

ওই সময় ইউএনও স্যার ছিলেন, তবে ভ্রাম্যমান আদালত আমি করেছি। এ সময় তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক সহ পুলিশ সদস্য ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

আলমডাঙ্গায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ ঝিনাইদহ আদর্শপাড়ার মাদক ব্যবসায়ী আব্দুর রাজ্জাককে আটক করেছে। আজ বুধবার বেলা দুপুরে পৌর এলাকার হাজী মোড় থেকে তাকে ৪শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়।

জানাগেছে, ঝিনাইদাহ আদর্শপাড়ার আনসার মন্ডলের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৪১) দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা ব্যবসা করে। সে ঝিনাইদাহসহ আশপাশ উপজেলায় গাঁজা পাইকারি বিক্রয় করে বেড়ায়। আজ বুধবার দুপুরে আলমডাঙ্গা থানার এসআই ইউসুফ আলী, এএসআই জিয়াউর রহমান ও এএসআই

রওশন আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ী আব্দুর রাজ্জাক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

পুলিশ কৌশলে তাকে আটক করে। আটকের পর তাকে তল্লাশি করে ৪শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। এবিষয়ে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ ক্যাম্প ইনচার্জ নির্বাচিত এস আই ইমরান হোসেন

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ইমরান হোসেন জেলার শ্রেষ্ঠ ক্যাম্প ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন।

জানা গেছে আজ বুধবার চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ইমরান হোসেন জেলার শ্রেষ্ঠ ক্যাম্প ইনচার্জ নির্বাচিত হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুলাহ আল মামুন মহোদয় আনুষ্ঠানিক ভাবে তার হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা তুলে দেন। তার এই সাফল্যতায় গর্বিত কার্পাসডাঙ্গা এলাকাবাসী।

দামুড়হুদা কাদিপুরে দুর্বৃত্তদের হাতে মাদক

ব্যাবসায়ী কিতাব খুন

দামুড়হুদায় গলাকেটে ও কুপিয়ে নৃশংস ভাবে কিতাব উদ্দিন নামের একজন মাদক ব্যাবসায়ীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার কাদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের মাঠে নিহতের লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে নিহতের লাশ পাঠানো হয়।

নিহত ব্যক্তি হলেন দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার মসলেম উদ্দিন এর জামাই (ঘরজামাই) এবং জীবননগর উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেন এর ছেলে কিতাব উদ্দিন (৪৫)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম।

স্থানীয় ও পারিবারিক সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কাদিপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার মসলেম উদ্দিন এর মেয়ে রাবেয়া খাতুন (৩৯) এর সাথে প্রায় ২৪ বছর পূর্বে বিয়ে হয় কিতাব উদ্দিনের, এবং সেই থেকেই তিনি ঘরজামাই থাকতো কাদিপুর গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন মাদক (গাঁজা) ব্যাসার সাথে জড়িত ছিল। সংসারে তার দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে। ইতিমধ্যে মেয়ে দুইটার বিয়ে দিয়েছে। বড় মেয়ে মিতা খাতুন (১৮), মেজো মেয়ে অন্তরা খাতুন (১৬) এবং ছোট ছেলের নাম অনিক হোসেন (৯)।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে নিহত কিতাব উদ্দিন পাখিভ্যান চালিয়ে বাড়ি আসে। রাত ৯টার দিকে একটি ফোন পেয়ে নিজবাড়ি হইতে চা খাওয়ার জন্য দোকানের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপরে কাদিপুর গ্রামের সাহাদত এর চা’য়ের দোকানে তাকে দেখাযায়। তারপর রাতে আর তিনি বাড়ি ফেরত যাইনি। বাড়ির সদস্যরা মনে করেছেন পবিত্র শবেকদরের রাতে হয়তো নামাজ পরছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কাদিপুর গোরস্থান পাড়ার মৃত মেহের আলীর ছেলে জেহের আলী ধান ক্ষেতে পানি দেওয়ার জন্য জমিতে যাওয়ার সময় কাদিপুর গ্রামের মৃত সোবাহান মণ্ডল এর ছেলে ইসহাক মন্ডল এর জমির উপর মৃতদেহ দেখতে পায়। প্রথমে তিনি ফায়ার সার্ভিসে সংবাদ দেন, দ্রুত সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন। সংবাদ পেয়ে

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক ও দামুড়হুদা সার্কেলের এএসপি জাকিয়া সুলতানা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। জেলা গোয়েন্দা সংস্থা, র্যাব সিআইডি ও পিবিআই এর টিম ঘটনা স্থলে এসে পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেন।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেন নিহত এবং তার পরিবারের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে মাদক (গাঁজা) ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। নিহত এবং তার স্ত্রীর নামে মাদক মামলা রয়েছে। ঘটনা স্থলের পাশে মাদক (গাঁজা) সেবনের সরঞ্জামাদি রয়েছে। নিহতের গলায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে। হয়তো গাঁজার সাথে জড়িত বা মাদকের কোন লেনদেন ছিল এমন কেউ তাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করতে পারে। তবে দেখে মনে হচ্ছে এটা এক জনের কাজনা। এর সাথে কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে বলে স্থানীয় গ্রামবাসীর ধারণা।

নিহতের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বলেন আমাদের প্রায় ২৪ বছর পূর্বে বিয়ে হয়েছে। সেই থেকেই তিনি ঘরজামাই হিসাবে এখানে কাদিপুরে থাকে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সে পাখিভ্যান চালিয়ে বাড়ি আসে। বাড়ি আসার কিছুক্ষণ পরে তার মোবাইলে একটা ফোন আসে। তখন সে বলে আমি একটু চা খেয়ে আসছি। এই বলে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সারারাত আর বাড়ি ফেরেনি। আমি ভেবেছিলাম পবিত্র শবে কদরের রাতে হয়তো নামাজ পড়ছে। সকালে জানতে পারলাম তাকে খুন করা হয়েছে। কারো সাথে কোন শত্রুতা ছিলো কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন তেমন কারো সাথে কোন শত্রুতা ছিল না।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, মাদক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হত্যাকান্ড হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত কিতাব আলীর নামে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। এঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো: আবু তারেক বলেন, এটা একটা হত্যাকান্ড। পরিকল্পিত ভাবে নিহতকে হত্যা করা হয়েছে মর্মে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে, নিহতের লাশ পোস্ট মর্টামের জন্য পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে সাড়ে ৩ শ গ্রাম হিরোইন ও ৫টি সোনার বারসহ একজন আটক

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির পৃথক দুটি চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে সাড়ে ৩শ গ্রাম হিরোইন ও ৫টি বার সহ আটক করেছে ১ চোরাকারবারীকে। গতকাল সোমবার সকালে দর্শনা হল্ট স্টেশনে খুলনাগামী রকেট মেইলে অভিযান চালিয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায় সাড়ে ৩শ গ্রাম হিরোইন ও দর্শনা রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বপাশ হতে ৫টি স্বর্ণের বার সহ সেলিম (৩৩) নামের এক চোরাকারবরীকে আটক করেছে।

এ দুটি চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহের মহেশপুর-৫৮ বিজিবি ও চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন জোয়ানেরা।

বিজিবি জানায়, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত দর্শনা রেল ষ্টেশন হয়ে পার্বতীপুর হতে খুলনা অভিমূখী ছেড়ে আসা রকেট মেইল ট্রেন ভারতীয় হিরোইন পাচার করা হবে মর্মে প্রাপ্ত বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় দর্শনা বিওপি কমান্ডার সুবেদার মোঃ নওশের আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ৩.৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দর্শনা রেল ষ্টেশনে আনুমানিক বেলা ১টা ১০ মিনিটের দিকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান পরিচালনা কালে টহলদল পার্বতীপুর হতে খুলনা অভিমূখী ছেড়ে আসা রকেট মেইল ট্রেনের তৃতীয় বগির ভিতর ক্যরিয়ারের উপর একটি পলিথিনের ব্যাগ দেখতে পায়। টহলদল উক্ত ব্যাগের মালিকানা না পাওয়ায় পলিথিনের ব্যাগটি জব্দ করে এবং পরবর্তীতে টহলদল জব্দকৃত পলিথিনের ব্যাগটি খুললে ব্যাগের ভিতর ১টি পলিথিনের ছোট প্যাকেট হতে ৩৫০ গ্রাম ভারতীয় হিরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে সুবেদার মোঃ নওশের আলী বাদী হয়ে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের পক্ষে সহকারী পরিচালকমোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের জানায়, ঝিনাইদহ মহেশপুর-৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মাসুদ পারভেজ রানা, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিপ্লাস নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারেন একজন ব্যক্তি ভ্যানযোগে দর্শনা রেলষ্টেশন এলাকা হতে স্বর্ণ পাচারের উদ্দেশ্যে দর্শনা-মুজিবনগর রোড হয়ে সীমান্তের দিকে গমন করবে।

অতঃপর অধিনায়কের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহল দল দর্শনা রেলষ্টেশন এলাকায় এ্যাম্বুশ স্থাপন করে বসে থাকে। আনুমানিক সকাল ৯ টার দিকে উক্ত ব্যক্তি দর্শনা রেলষ্টেশন অতিক্রম করে দর্শনা-মুজিবনগর রোড হয়ে সীমান্তের দিকে যেতে থাকার সময় এ্যাম্বুশ দল দর্শনা রেল স্টেশনের ৫০ গজ পূর্ব পাশে দর্শনা- মুজিবনগর রাস্তার উপর হতে সেলিম (৩৩) নামের এক ব্যাক্তিকে আটক করে।

পরে আটককৃত ব্যাক্তির পরিহিত প্যান্টের কোমরের ভিতরের দিকে বিশেষভাবে তৈরীকৃত পকেটের মধ্যে লুকায়িত স্থান হতে ৫টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। আটককৃত ব্যাক্তির নিকট হতে উদ্ধার হওয়া ৫টি স্বর্ণের ওজন ৫৮৩.২০ গ্রাম। এসময় তার নিকট হতে জব্দ করা হয়েছে ১টি মোবাইল ফোন। আটককৃত ব্যাক্তির নিকট হতে উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আটককৃত ব্যাক্তি সেলিম (৩৩) কুমিল্লা জেলার হোমনা থানাধীন নিলুখী গ্রামের রওশন আলীর ছেলে।

বিজিবি আরও জানায়, উদ্ধার স্বর্ণের বার শুল্ক কর ফাকি দিয়ে ভারতে পাচারের জন্য পরিবহন করা ও নিজ জিম্মায় রাখায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের এবং স্বর্ণের বার চুয়াডাংগা ট্রেজারী অফিসে জমা দেয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে দেড় কেজি গাঁজাসহ আটক ১

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টিম অভিযান চালিয়ে দেড় কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মোঃ নাহিদ ইসলাম (২০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটক নাহিদ হোসেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের মোঃ লাল্টু মিয়ার ছেলে। আজ রবিবার (১৬ এপ্রিল) দুপুরের দিকে এই অভিযান চালান র্যাব।

র্যাব-১২ মেহেরপুর সিপিসি-২ এর গাংনী ক্যাম্প কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি)মোঃ গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুরধলা গামী পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার নিকট থেকে দেড় কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামীকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।